



95766 - যবে ব্যক্তি রোজা ভঙ্গে ফেলোর নয়িত করে আবার সে নয়িত থকে ফরিে এসছে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: জনকৈ মুসাফরি ব্যক্তি রমযানরে রোযা ভঙ্গে ফেলোর নয়িত করেছিলে। কনিতু রোযা ভাঙ্গার জন্য কোন খাবার-দাবার না পয়ে সে নয়িত থকে ফরিে আসনে এবং মাগরিবি পর্যন্ত রোযা পূরণ করার নয়িত করনে। এখন তার এ রোযার হুকুম কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

কোন রোযাদার যদি রোযা ভাঙ্গার নয়িত করে তাহলে তার রোযা বাতলি হয়ে যায়। রোযা ভাঙ্গার নয়িত যদি হয় দ্বিধাহীন ও সুদৃঢ়; এমনকি পরবর্তীতে কোন খাবার-দাবার না পয়ে নয়িত পরবির্তন করনে তবুও তার রোযা ভঙ্গে যাবে এবং তাকে এ দিনে পরবির্তনে অন্য একটা দিন রোযাটা কাযা করতে হবে। এটা মালকে ও হাম্বলি মাযহাবে অভিমত।

তবে হানাফি ও শাফয়ে মাযহাবে অভিমত এর বিপরীত। [দখেুন: বাদায়উস সানায়ে ২/৯২, হাশিয়াতুদ দুসুকি ১/৫২৮, আল-মাজমু ৬/৩১৩, কাশশাফুল ক্বনি ২/৩১৬]

নম্নরে আলোচনাতে তুলে ধরা হবে যে, রোযা বাতলি হওয়ার অভিমতটি অগ্রগণ্য; এ মতরে ভিত্তিতে বলতে হয় যদি তিনি রোযা ভঙ্গে ফেলোর নয়িত করনে, এতে কোন দ্বিধা ও সংশয় না থাকে; কনিতু পরবর্তীতে রোযা ভাঙ্গার জন্য কিছু না পয়ে নয়িত পরবির্তন করনে তদুপরি তার রোযা ভঙ্গে যাবে এবং এ রোযাটির কাযা পালন করা তার উপর অবধারতি হবে।

পক্ষান্তরে, সে ব্যক্তি রোযা ভাঙ্গবনে; নাকি ভাঙ্গবনে না এ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে থাকনে অথবা রোযা ভাঙ্গার বিষয়টিকে কোন কিছুর সাথে সম্পৃক্ত করনে; যমেন- আমি যদি খাবার বা পানীয় পাই রোযা ভাঙ্গব; অতঃপর রোযা ভাঙ্গার মত কোন কিছু না পান তাহলে তার রোযা সহি হবে।

একবার শাইখ উছাইমীনকে প্রশ্ন করা হয়েছিল: জনকৈ মুসাফরি ব্যক্তি রমযানরে রোযা ভঙ্গে ফেলোর নয়িত করেছিলে। কনিতু রোযা ভাঙ্গার জন্য কোন কিছু না পয়ে নয়িত পরবির্তন করেছিলে এবং মাগরিবি পর্যন্ত রোযা পূরণ করেছিলে। এ ব্যক্তি এ রোযার হুকুম কি?



উত্তরে শাইখ বলেন: তার রোযা সহি নয়। তার উপর কাযা আদায় করা ফরজ। কারণ সে ব্যক্তি যখন রোযা ভাঙার নয়িত করছেন তখনই তার রোযা ভেঙে গেছে। পক্ষান্তরে সে ব্যক্তি যদি বলত- পানি পলে রোজা ভাঙব; নচেৎ আমি রোযা পূরণ করব; এরপর পানি পায়। তবে এ ব্যক্তির রোযা সহি হবে। কারণ ইনি নয়িত ত্যাগ করেননি। বরং রোযা ভাঙাটাকে বিশেষে কছির সাথে সম্পৃক্ত করছেন; তবে যহেতে সে জনিশিটি পাওয়া যায়নি; সুতরাং তার প্রথম নয়িত ঠিক থাকবে।

প্রশ্নকারী বলেন: আমরা সে ব্যক্তিকে কি জিবাব দিতে পারি যিনি বলেন, কোন আলমে বলেননি যে, নয়িত রোযাভাঙকারী বিষয়? তখন উত্তরে শাইখ বলেন: আমরা এ ব্যক্তিকে বলব, আলমেদরে বই-পুস্তক (তথা ফকাহর গ্রন্থ ও সংক্ষিপ্তসারগুলো) সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। ‘যাদুল মুস্তানকি’ গ্রন্থে এসেছে- যে ব্যক্তি রোযা ভাঙার নয়িত করছে তার রোযা ভেঙে গেছে।

আমি আপনাদেরকে অপরচিতি ও অযোগ্য লোকদের কাছ থেকে ইলম গ্রহণের ব্যাপারে সাবধান করছি। এ ধরণে কোন লোক যদি বলে, এ উক্তি আমার জানা নেই অথবা কোন আলমে এমন অভিমত দেননি; এ কথা থেকেও আমি আপনাদেরকে সাবধান করছি। এ ধরণে কথায় তারা সত্যবাদী হতে পারে। যহেতে তারা আলমেদরে গ্রন্থগুলো চিনি না; কতিবপুস্তক তারা পড়েনি; সে সম্পর্কে তারা কিছু জানে না।

যদি আমরা ধরে নিই এ ব্যাপারে আলমেগণের কতিব আমরা কছিই পাইনি; কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেননি: “আমল হয় নয়িত দ্বারা”। অবশ্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলছেন।

যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলে থাকেন, আর এ ব্যক্তি রোযা ভাঙার নয়িত করে; তাহলে কতিব রোযা ভাঙবে? হ্যাঁ; ভাঙবে। [লিকাউল বাব আল-মাফতুহ থেকে সংকলিত, ২০/২৯]

আল্লাহই ভাল জানেন।